R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮।
২৫শে মে ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

বিজেপি বেশী ভোট পাওয়ায় কংগ্রেসী সমাজবিরোধীদের গ্রামে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের ভৈরবটোলা ও লবনচোয়া গ্রামে গত ১৩ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর কংগ্রেস সমর্থকদের উল্লাস মিছিল বার হয়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মদ্যপ ভৈরবটোলা মাঝপাড়ায় হিন্দু এলাকায় ঢুকে হামলা করে। সে সময় পুরুষেরা কেউ বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীর মেয়ে-বউরা বিড়ি বাঁধছিলেন। কয়েকজন মদ্যপ মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে। বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এলাকার মহিলাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। হামলাকারীদের অভিযোগ, এই বুথ থেকে বেজেপি কিভাবে ১৭৩ ভোট পেল। যেখানে কংগ্রেস ৪০৭ এবং সিপিএম ১৮৩। উল্লেখ্য, ভৈরবটোলা ও লবনচোয়া গা লাগা দুটো গ্রামে সাকুল্যে ১০০০ থেকে ১১০০ হিন্দুর বাস। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দু পরিবারগুলো রীতিমত উদ্বিগ্ন। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয় বলে জানা যায়।

কর্মী নিয়োগ নিয়ে বর্তমান ও পূর্বতন পুরপতির মধ্যে মনোমালিন্য চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগে গত বিধানসভা ভোটের আগে ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হয়। বর্তমানে পূর্বতন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য নিজের পছন্দমত বেশ কিছু প্রার্থী নিয়োগে উদ্যোগী হলে বর্তমান পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম নাকি আপত্তি জানান। তাঁর এবং দলের অন্য কাউন্সিলারদের প্রার্থীদের প্রাধান্য না দিলে তিনি এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেবেন না পরিষ্কার নাকি জানিয়েও দেন। আরো জানা যায়, মোটা অঙ্কের বেশ কয়েকটি চেকেও নাকি সই করতে তিনি আপত্তি জানান। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ভোটের আগে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে প্রায় একশোর ওপর মহিলাকে নিয়োগ করা হয়। ঐ সব কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারী নির্দেশ মানা হয়নি। কোন শিক্ষা কেন্দ্রে ৮০-র ওপর ছাত্র-ছাত্রী থাকলে সেখানে দু'জনের (শেষ পাতায়)

বিজয় মিছিল থেকে সিটু অফিসে হামলা – ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের দুই জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাব ও আখরুজ্জামানের সমর্থনে এক বিজয় মিছিল জঙ্গিপুর এলাকা ঘোরে ২১ মে বিকেলে। বোমা ফাটিয়ে আবির ছিটিয়ে মিছিল জঙ্গিপুর বাসস্ট্যাণ্ড চত্বরে এসে পৌঁছলে মিছিল থেকে বার হয়ে কয়েকজন মদ্যপ কংগ্রেস সমর্থক সেখানকার সিটু অফিসে হামলা চালায়। ঘরের টাল, দরজা-জানালা ভেঙে দেয়। চেয়ার, টেবিল ফেলে দিয়ে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। কংগ্রেসের গৌরব মুন্দ্রা ও চাঁদ মির্জা বাধা দিতে গিয়ে হামলাকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। চাঁদের মাথায় আঘাত লাগে। এই ঘটনায় পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। ডালিম মির্জা ও বাদল মির্জা ঐ দিন মিছিলে না থাকলেও হামলাকারীদের তালিকায় ওদের নাম থাকায় অনেকে ক্ষুব্ধ। এ প্রসঙ্গে (শেষ পাতায়)

ধুলিয়ান পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি ভোটের ফলাফলে বামফ্রন্টের শোচনীয় পরাজয়ের পর ধুলিয়ানে বামফ্রন্ট পরিচালিত পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য বর্তমান বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ফঃ ব্লকের তুষার সেনের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ৩, ৮ ইত্যাদি ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা ছাড়া টাউন কংগ্রেসের সভাপতি কাশীনাথ (শেষ পাতায়)

প্রহৃতা মায়ের কোল থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকর গ্রামে গত ২২মে এক দুঃখজনক ঘটনায় সাত মাসের শিশু মারা যায়। খবর, দেওরের বিয়েতে না যাওয়া নিয়ে গৃহবধূ মঞ্জুরা বিবিকে কৈফিয়ৎ চান শ্বশুর, শাশুড়ী, দুই দেওর ননদ। এরপর মঞ্জুরার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। ঐ সময় মঞ্জুরার কোল থেকে (শেষ পাতায়)

ভোটের ফলাফলের পর সর্বত্র সিপিএম কর্মীদের ওপর হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুরুটা হয়েছিল ভোটের ফলাফলের পরদিন থেকে। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লালখানদিয়ার গ্রামের সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য লাখপতি মণ্ডলের বাড়ীতে কংগ্রেসীরা হামলা চালায়। ওখানে অশোক মণ্ডল ও তার স্ত্রীকে মারধোর করে। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৮

ভোট অতি বিষম বস্তু

এই পোড়া দেশে ভোট এ বিসম বস্তু। বস্তু ছাড়া আর কী ? ভোট আসিলেই হইল। তখন বাজার গরম, মেজাজ গরম, আবহাওয়া গরম। পাড়ার পরিবেশ কম্পিত ক্যানভাসে, সমর্থকদের মিছিলে, তাহাদের পদ ভারে। কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত সমস্বর। পথ, ঘাট, পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ। মেদিনীর মত গগনও প্রকম্পিত মাইকের তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর ধ্বনিতে। ভোট প্রার্থীদের ভোটারদের দরজায় দরজায় সময় অসময়ে অভিসার। সবাই আশীর্ব্বাদ প্রার্থী। দাদাঠাকুর একদা বলিয়াছিলেন– বাঙ্গালায় ভিখারীর অভাব নাই। নানা শ্রেণীর ভিখারী আছে। তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল ভোটের ভিখারী। ইহারা সকলেই ভোটারদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থী। ভোট প্রার্থীদের কাহারও কণ্ঠে অমৃতবাণী, গলার স্বর একেবারে খাদে আবার কাহারও রক্ত চক্ষুর শাসানি। তোষণের জন্য আবার কোথাও কোথাও পকেট গরম পারিতোষিক – তাহা অর্থে অথবা অনর্থে। এ হেন ভোট এই দেশে বিষম বস্তু ছাড়া আর কী ? বঙ্কিমের কমলাকান্ত শর্মা তাহার জবাব দিতে পারিতেন।

যাহাই হউক ভোট শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। নির্বাচিতেরা ক্ষমতার মসনদে অভিষিক্ত হইলেন। ভোটারদের আশীর্ব্বাদ ধন্য হইয়া আবার পাঁচ পাঁচটি বৎসর দাপে এবং দাপটে, পাঁচে এবং পয়জারে রাজ্য পাট চালাইবেন। আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যাইয়া যে প্রতিশ্রুতি নিবেদন করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা শনৈঃ শনৈঃ বিস্মৃত হইবেন। ইহাই তো স্বাভাবিক। ক্ষমতা প্রাপ্তি হইলে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ শিকায় তুলিয়া রাখা হইবে নতুবা সংরক্ষণের হিম ঘরে তাহা ন্যস্ত করা হইবে।

দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা গিয়াছিল ছড়ার ছড়াছড়ি কোথাও ছর্‌রা। আবার কোথাও কার্টুনিষ্টের কেরামতি-কসরতের হামাগুড়ি। তাই দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ভোট অতি বিষম বস্তু। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বলিয়াছেন স্নেহ অতি বিষম বস্তু। কিন্তু হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় স্নেহ আর ভোট এক বস্তু নয়, নয় বিষয়ও। ভোট প্রার্থনা, ভোট আশীর্ব্বাদ প্রার্থীর ক্ষমতাসনে আসীন হইবার ক্রিয়া মাত্র। অলমিতি বিস্তারেন। গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ লইলেন। দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমতাকে ঐ আসনে বসাইবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি সেই নজরুল

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা তুফান
উল্কা একটা
আরেক বুঝি তারার দেশের ফুল
একদিন এই তিনের হঠাৎ
হ'ল কি পথ ভুল ?
* * *
সেই নজরুল নেই কে বলে ?
এক্কেবারে ভুল।
বাংলা ভাষায় তিন এক সে
উল্কা, তুফান, ফুল !

– প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্যৈষ্ঠের দীপ্র দাবদাহের মধ্যেই তাঁর জন্ম। সাহিত্যের আকাশে তাঁর উপস্থিতি ধূমকেতুর মতই। স্থায়িত্ব অল্প সময়ের কিন্তু আলোড়ন প্রচণ্ড, আলোকের বিস্তার দিগন্তপ্রসারী। যেন দৃষ্টি বিভ্রম বিচ্ছুরিত আলোকোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আবির্ভাব লগ্নেই কণ্ঠে চড়া সুর, জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তা নিখাদ নির্ঘোষ। সদ্য যুদ্ধ প্রত্যাগত তিনি। সৈনিকের মন, মানসিকতা, মেজাজ। কিন্তু জীবনাচরণে বোহেমিয়ান। তিনি তাই করেন 'যখন চাহে এ মন যা।'

'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। সে অন্য সুরে অন্য কথা। কথা তো নয় যেন রক্তলেখা। অগ্নিবীণায়, বিষের বাঁশিতে, ফণি মনসায় তার উচ্চারণ, উদ্ভাস, অনুরণন। বীরের মতই এলেন, দেখলেন, জয় করলেন জনচিত্ত। তাঁর 'বিদ্রোহী' পড়ে বুদ্ধদেব বসু বল্লেন – এমন কখনও পড়িনি। অসহযোগের দীক্ষার পর মন প্রাণ বা কামনা করছিল, এ যেন তা-ই। দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।

দেশ জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। তার অভিঘাত লাগলো সৈনিক কবির হৃদয় উপকূলে। উদ্বেলিত, উচ্ছলিত হলো তাঁর অন্তর। ওদিকে জারের শাসন থেকে রুশ দেশের মুক্তি কবি চিত্তকে করে তুললো উল্লসিত, উদ্দীপিত, উৎসাহিত। কবি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ধরলেন দীপক রাগের সুর – বাঁধলেন অগ্নি বীণায়, বিষের বাঁশিতে। যুদ্ধ থেকে ফিরে মুখোমুখি হলেন তিনি আরেক যুদ্ধের। সে যুদ্ধ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, শোষণের-শাসনের বিরুদ্ধে, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বুকে তাঁর বিষ জ্বালা। উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল, বিদেশী শাসনের যন্ত্রণা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বঞ্চনা, জাত-জালিয়াতির মিথ্যা পাশা খেলা তাঁর মনকে করে তুললো বিক্ষুব্ধ। কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা গেল জ্বালার অভিব্যক্তি ঃ 'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না বড় বিষ জ্বালা এই বুকে। / দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, যাহা আসে তাই কই মুখে। / রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা / তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।' সেই রক্ত লেখায় ঘোষিত হলো বিদ্রোহ, জ্ঞাপিত হলো ফরিয়াদ। লেখনী হয়ে উঠলো শাণিত তরবারি। শোনালেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের অগ্নিক্ষরা

পালা বদলের নেপথ্যে

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ে চুরমার হয়ে গেল অনেকের হিসেব, অনেকের স্বপ্ন। আমরা ভেবেছিলাম পরিবর্ত্তন এলেও এমনটা হবে না। রথী মহারথীরা নিজেরাই বুঝতে পারেননি। ছত্রধর মাহাতো বা রাম পিয়ারী কেউ জিততে পারেনি। বিজেপিও খাতা খুলতে পারলো না। বিমল গুরুংরা অন্যের কথা ভাবেনি। নবপ্রজন্ম ও প্রবীণ, হিন্দু ও মুসলমান, বাঙাল ও ঘটি সবাই গড়ে ভোট দিয়েছে পরিবর্তনের আকাঙ্খায়। ঝড় যখন ওঠে তখন এমনই দেখা যায়। ইন্দিরাজী, রাজীব গান্ধী, জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেব সকলের ক্ষেত্রেই ঐ সাইক্লোন। মমতাও সেই (পরের পাতায়)

বাণী ঃ 'যবে উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, / অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না – / বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত।'

উৎপীড়িত, শোষিত, উপেক্ষিত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি, লহমর্ম্মিতা মমত্ববোধ। মানুষ ছিল তাঁর কাছে সবার উপরে – 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' তিনি বিশ্বাস করতেন 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই।' তাঁর ধারণায় মানুষই দেবতা তাই তিনি তাদেরই গান গেয়ে থাকেন। মানুষের সমন্বয় এবং সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করেন তিনি। তাঁকে বলতে শুনি – 'সকল কালের দেশের সকল মানুষ আসি / এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশী।' তাঁর কিছু কবিতায় একদিকে ছিল তাঁর মাতৃ মুক্তিপণ আর অন্যদিকে ছিল তাঁর স্বদেশবাসীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং সৌভ্রাতৃবোধের পরিচয় বা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিপন্ন মানুষের জন্য ছিল তাঁর আর্ত্তি। তাই তাঁকে সখেদে বলতে শোনা গেছে : অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ / কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ। / "হিন্দু না ওরা মুশলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ? / কাণ্ডারী। বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।" তাঁর কবিতায় ধ্বনিত সাম্যের গান, মুক্তির গান, মানবতার গান। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় শুনতে পাই তাঁর নতুনকে বরণের নান্দীপাঠ। দেশবাসীকে বল্লেন –

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়। তিনি বিশ্বাস করতেন ঃ জগৎ জোড়া বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ঘটবে নতুনের আবির্ভাব। বিপ্লব সেই চেতনা। 'স্মৃতিকথায়' মুজাফর আহমেদের ভাষ্যে 'সিন্ধুপারের আগলভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। আর প্রলয় মানে 'বিপ্লব'। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই আসছে নজরুলের নতুন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লবও আবার 'সামাজিক বিপ্লব'। তিনি তাঁর কাব্যে সেদিন উড়ালেন সেই নতুনের বিজয় কেতন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা বোধ জাতীয়তা বোধের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে। রাজনীতির মতই কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক।

পালা বদলের নেপথ্যে

(২য় পাতার পর)

গণদেবতার দুহাতভরা সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। প্রয়াত অনিল বিশ্বাস বলেছিলেন দিদি থেকে দিদিমা হলেও উনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। বহু প্রতিশ্রুতির বন্যা বইবে কিন্তু কাঁটার মুকুট নিলেন তিনি।

ঝড় উঠলো কেন তা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কয়েকটি কারণ কাজ করেছে এই ব্যাপক পালাবদলে। ১) মমতার দীর্ঘ লড়াই যা তাকে একাই সি.পি.এম. বিরোধীতার 'আইকন' করেছে। ২) মন্ত্রী সান্ত্রীদের হুঙ্কার। সরকার মানুষ মেরে বলছে নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরে যা করেছি বেশ করেছি। আবার 'গুলি চালাতে বলিনি' কথাটা বলতে মুখ্যমন্ত্রীর লাগলো ২/৩ বছর। কারখানা করবোই সিঙ্গুরে বললেন আবার তিনি। বড়লোক, শিল্পপতিদের ভগ্নীপতি সেজে গেলেন সর্বহারার মন্ত্রী নেতারা। বিনয় কোঙার বললেন, আমাদের মহিলা সমিতি পেছন দেখাবে তৃণমূলকে। দল ঐ অসভ্যতার বিরোধীতা করলোনা। শ্যামল চক্রবর্ত্তীর অশ্লীল ও তীব্র ভাষায় প্রায়ই মিডিয়ার সামনে কথা বলা ঐ দলের নেতাদের উপভোগ্য হলেও আমজনতা চটেছে ওদের ধৃষ্টতার বহর দেখে। অনিল বসু সেই পথেই হাঁটলেন। একটার পর একটা ভুল করে চললো। কোলকাতাকে লণ্ডন অথবা উত্তরবঙ্গকে সুইজারল্যাণ্ড কেউই বানাতে পারবেনা, কিন্তু ব্যঙ্গ করার কি দরকার ছিলো ? মুখ্যমন্ত্রীর দেখাদেখি প্রতিটি জেলার এল.সি.এস.রা একই কায়দায় মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে। বয়সে বড়দের হুকুম করেছে। বাড়ী গেলে রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরেও খুব কম কমরেড আছেন যারা ভদ্রতার খাতিরে বসতে বলেন। এরা মানুষকে গাধা আর নিজেকে ভগবান ভেবেছিল। যে অন্যায় করেই চলেছে তাকেও বলেছে "দেখছি কি করা যায়"। যে বিচার চায়তে এসেছে বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে তাকেও বলেছে "দেখছি কি করা যায়"। জমিদারী লাইফস্টাইল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে দিনের পর দিন। ৩) সাগরদীঘিতে একটা পুরো গোষ্ঠি সুব্রত সাহাকে ভোট দিয়েছে সি.পি.এম. এর ক্যাডার হয়েও। তারা চেয়েছিল পরেশ সরকারের মনোনীত বাচ্চা ছেলে ইসমাইল যেন পাশ না করে। ভাত টিপলেই গোটা হাঁড়ির খবর মেলে। একই গোষ্ঠিবাজী বহু কেন্দ্রে ফলাফলের নির্ণায়ক হয়েছে। যারা নানা ব্যাপারে থানায় মস্তানী করেছে, থানার বড় বাবুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, সারগদীঘি পি.ডি.সি.এলে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করে গাড়ী বাড়ীর মালিক হয়েছে, তারা অনেকেই ধরে নিয়েছিল আর থাকবো না রাইটার্সে, তাই আগে থেকে তৃণমূলে পা গলিয়ে রাখি। মানুষ যে তাদের প্রত্যাখান করেছে ভোটের দিনেও সেটা বুঝতে পারেনি। তাই তাদের ভুল রিপোর্ট গিয়েছে উপর মহলে, আর সেটা দেখে রাজ্য নেতারা মিডিয়াকে বোকার মত সরকার গড়ার কথা বলেছেন। ৪) ব্যাপক ভীতি প্রদর্শন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে "আমরা ওরা" দলতন্ত্র তীব্রতম জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। মানুষ ঘেন্না করলেও বাধ্য হয়ে এ.বি.পি.টি.এ., এ.বি.টি.এ., কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বারই জুলাই, সিটু- করেছে, চাঁদা দিয়েছে, লেভী দিতে বাধ্য হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। বদলা নিয়েছে বেশ করে। ৫) মিডিয়া ও সংবাদপত্রের নক্কারজনক পক্ষপাতিত্ব। কেউ সতী নয়। কষা ভরে খেতে গেছিল অনেকেই। পায়নি। দিল্লী থেকে, ফিকি থেকে, দালাল রোড থেকে, আমেরিকা-বাংলাদেশ সহ অনেকেই চায়নি আর বুদ্ধবাবু থাকুক। তার আর নাই দরকার। এবার চাই মমতার সরকার। যে আমলারা, পুলিশ অফিসাররা যাবতীয় নষ্টামী করেছে, আমজনতার উপর লাঠি গুলি চালিয়েছে, মমতার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে বের করে দিয়েছে, গায়ে হাত দেবার অভিযোগও নেত্রী যাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন, সেই প্রাক্তন আমলা আর ধান্দাবাজ আজ মমতার গলার মালা। এরা, আর চিরকালের পক্ষপাতী মিডিয়া গত ১½ মাস ধরে মানুষের মনকে ঝড়ের দিকে নিয়ে যেতে প্রচুর ঘি-কাঠ পুড়িয়েছে। "প্রতিদিনের" কুণালবাবু গৌতমবাবুর দেখে নেওয়ার হুমকীর উত্তরে এখন যে ভাষায় কথা বলছেন তা তৃণমূলের গুণ্ডারাও মিডিয়ায় বলবেনা। এরা সাংবাদিক ? জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ওদের শক্তি অমোঘ। কোনও দেশে এটা হয়না। ঘটনাচক্রে এরা মমতার পক্ষে "পেড চ্যানেলের" মতই কাজ করেছে। (৬) শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের হঠাৎ করে রাজ্যে পরিবর্তনের জন্যে পেট কামড়ানি। সাধারণ মানুষ যাদের লেখা বই পড়ে, যাত্রা সিনেমা দেখে, ছবি কেনে তাদের মুখে মমতার সমর্থন দেখে শুনে মধ্যবিত্ত জনতা ঢলেছে ব্যাপকভাবে ঐদিকে। (৭) জাতীয়দলের দুর্দিন আর আঞ্চলিক দলের রমরমা। দক্ষিণ ভারতেও একই ছবি। লক্ষ প্রতিশ্রুতি আর জাতপাতের খুল্লমখুল্লা নোংরা রাজনীতি থেকে বামেরা মুক্ত ছিলো। এবার তারাও কিছুটা করেছে তবে মমতাকে পারেনি। মমতা মতুয়া, ফুরফুরা নিয়ে বেগমের মতো কান বের করা ঘোমটা দিয়ে, ইন্‌শাল্লা বলে আপাততঃ জিতে গেছে। হেরেছে বামপন্থী নয় বামপন্থার ধ্বজাধারী কিছু লুঠেরা, দাম্ভিকের দল। যাদের মধ্যে সত্যিকারের কিছু মানুষ পরম্পরা ধরে রাখতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলেন – যেমন রেজ্জাক মোল্লা। যে চে-গুয়ে-ভারা স্বাধীনতার উৎসবের দিনই আবার বলিভিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিতে দেশ ছেড়ে, উৎসব ছেড়ে ফিদেলকাস্ত্রকে দায়িত্ব দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেছিলেন, আজ হতভাগ্য আদিবাসী আর মাহাতোদেরকে ধরে ধরে জেলে পোরা, আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে জঙ্গলমহল গুঁড়িয়ে দেওয়া বুদ্ধবাবুরা আর যাই হোক সাচ্চা কমুনিষ্ট নন। চীনের মতো সংশোধনবাদী আর বিশ্বায়নের তাঁবেদার মাত্র। (৮) জোতদার জমিদার আখ্যা দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজকে পদদলিত করা। সিলিং করে কংগ্রেস যে বড় জোতদারদের জমি খাস করে ভূমিহীন কৃষককে দেওয়া শুরু করেছিল, তাকে স্রেফ রাজনীতিতে নিচুতলার ভোট ব্যাঙ্ক করতে বামেরা আরো ২ বার সিলিং করে কার্যতঃ নিঃস্ব করে দিয়েছে ভূমিজীবিদের। বর্গাদারের একতরফা আইনে বহু পরিবার আজ হতদরিদ্র, মেয়েদের বিয়ে দেবার সামর্থ্য নাই। অথচ কোটি কোটি টাকার শহর সম্পত্তির সিলিং আজো হয়নি। গরীবদের মধ্যে দলীয় লোক খুঁজতে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি গ্রামে যত শয়তান, অত্যাচারী, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীরাই এল.সি.এস, পার্টি মেম্বার, প্রধান ইত্যাদি হয়েছে। জমি দেওয়ার নামে লুঠ হয়েছে। গরীব, আদিবাসীরা জমি পায়নি, অন্ততঃ এই জেলার এটাই বাস্তব চিত্র। গরীবও হাতছাড়া হয়েছে বি.পি.এল. এর কার্ড নিয়ে নোংরা দলবাজী করায়। ২৫/৩০ বিঘের ভূমিজীবীরা আজ অনেকের মুখে ভাত জুগিয়েও অস্পৃশ্য, অথচ শহরে বাগান, বাড়ী, জলাশয় মিলে যারা ২৫/৩০ কোটি টাকার মালিক তারা দলের সদস্য, বিপ্লবী। এদের সিলিং হলো না। তাই মধ্যবিত্তরাও বদলা নিতে ভোট দিয়েছেন পরিবর্তনের দিকে। (৯) রামদেব বাবার প্রকাশ্যে আশীর্ব্বাদ খুবই ফলপ্রসু হয়েছে। তবে এ মনিহার শিগ্রী কাঁটার মালা হয়ে বিঁধবে মমতাকেও। দলতন্ত্র বজায় না রাখলে দলটাই উঠে যাবে। যাত্রার দল নিয়ে বিরোধীতা করা যায় সরকার চালানো যাবে না। আর দলতন্ত্র না উঠালে তার প্রধান প্রতিশ্রুতি মারা যায়। প্রণববাবু ছেলের যথাসময়ে শাঁসালো পদ পাওয়ায় বেশ কিছুদিন উপঢৌকন দিতে থাকবেন। অন্য রাজ্যের আপত্তিতে আর অবাঙালী মন্ত্রীদের রাঙা চোখের গুঁতোয় তা বেশি দিন নয়। রাজ্য সরকারের আয় না বাড়ালে ঐ সমস্যার সমাধান হবে না। মণীশ গুপ্ত, অমিত মিত্ররা আমজনতার কেউ নন। এরা আগে ভাববেন বিদেশ এবং ভারতের ভারী শিল্পপতিদের কথা। রাজস্ব আদায়ে চাপ দিতে চায়বেন আমজনতা আর মাঝারি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর। বর্তমানে রাজস্ব আদায় হয় মাত্র ৫%। সেটা ৫০ এ নিয়ে যেতে হবে, যার জন্যে প্রয়োজন সৎ ও দক্ষ দেশপ্রেমী অফিসার, যা সম্ভবতঃ এ রাজ্যে একটাও নাই। মমতা রাজস্বের জুলুম হতে দেবেন না। দিকে দিকে বদলার রাজনীতি হবেই। অতি উৎসাহী তৃণমূলী, মারা যাওয়া মার খাওয়া কর্মীরা ও তাদের আত্মীয়রা পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খুনজখম করবে। মমতা ঠেকাতে পারবেন না। বারবার পদত্যাগের নাটক চলবে। একটু দম নিয়েই সি.পি.এম. লাগাতার ঝটকা মারবে বাঁচার তাগিদে। মাওবাদীরা এবার খাঁচা ছেড়ে রাজপথে বের হবে। সামরিক বাহিনী ফিরে যাবে দিল্লী। কোনও পুঁজিপতি দাম কমানোর দিকে যাবে না। গ্যাস, পেট্রলের দাম বাড়বে। ভর্ত্তুকিও তুলতে বাধা দেব আর হাজার হাজার কোটির টাকা প্যাকেজ প্রণবদার কাছে নেব এটা চলবে না। লোক দেখানো আন্দোলন মানুষ ধরে ফেলবে। এই শ্যাম রাখি না কুল রাখির দিনে মমতা ও তাঁর কোম্পানী কি করেন এটাই এখন দেখার। এত আশা জলাঞ্জলি না যায়।

মমতা কি কল্পলোকবাসিনী ? কোন্ আলাদীনের প্রদীপ নিয়ে তিনি রাইটার্সে যাচ্ছেন যাতে করে লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ যারা কোন দলের, কোনও আদর্শের ধার ধারে না, সেই রক্ত চোষার দলকে ক্ষান্ত করে শোষণ, ঘুষ বন্ধ করে দেবেন ? হাজার হাজার ৩০/৪০ হাজারী বেতনের শিক্ষকের প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করবেন ? গ্রামের ক্যানসার – অজস্র চুল্লুভাটি, ব্লু-ফিল্মের আর সুদের ঠেক বন্ধ করবেন ? (শেষ পাতায়)

সাগরদীঘিতে সুব্রত সাহা সম্বর্ধিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর গত ২২ মে সাগরদীঘির বিধায়ক সুব্রত সাহা তাঁর এলাকায় আসেন। সেখানে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঐদিন যাতায়াতের পথে বিস্ফোরক পদার্থ মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য আনে। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে রাস্তার ধার থেকে কিছু টুকরো তার উদ্ধার করে এই পর্যন্ত। সুব্রত বাবু ঐদিন এলাকার ব্লক অফিসে গিয়ে বিডিও-কে না পেয়ে দায়িত্বশীল কর্মীদের জনগণের সঙ্গে কোনরকম অসহযোগিতা না করার অনুরোধ জানান। স্থানীয় বাজারের রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ পরিষেবার দিকে তিনি দৃষ্টি রাখবেন বলে মানুষকে জানান।

পালা বদলের নেপথ্যে

(৩য় পাতার পর)

যেসব দেশী মদের দোকান তাঁকে প্রতি মাসে শত শত কোটি টাকা এই দুর্দিনে কোষাগারে ঢেলে দেবে তা বন্ধ করে দেবেন ? তিনি পারবেন না। তাঁর মা-মাটি-মানুষ ঐ সর্বগ্রাসী অজগরের মারণপ্যাঁচে নিষ্পেষিত। তিনি প্রকৃতই অসহায়। স্বাধীনতার পর থেকেই মানব সম্পদ ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে, পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে, সমুদ্রপাড়ের ইয়াংকি কালচার সভ্যতার নামে আমদানি করা হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিজ্ঞানী, বহু নেতা ব্যক্তি স্বার্থে দেশকে বিক্রি করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। লাগামহীন জন বিস্ফোরণ এবং অবাধ লুঠ পাশাপাশি চলছে। তাই সম্ভবতঃ কারো কিছু করার নেই। ১০০ দিনের কাজে লুঠ, বি.পি.এল. নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করবে কে ? তবু আশায় বাঁচে চাষা। আমরা অপেক্ষা করবো। মমতা যদি দেশদ্রোহী, সাম্প্রদায়িক শক্তি, সন্ত্রাসবাদকে হটিয়ে জনগণের জন্যে কিছু করতে পারেন। মানুষই তো ইতিহাস গড়ে।

প্রহৃতা মায়ের কোল থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

(১ম পাতার পর)

সাত মাসের শিশুটি মাটিতে পড়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়। পুলিশ মঞ্জুরার শ্বশুর নজরুল সেখকে গ্রেপ্তার করে। বাকী অপরাধীরা গা ঢাকা দেয়।

ভোটের ফলাফলের পর

(১ম পাতার পর)

ঐ গ্রামের সিপিএম সমর্থক হাবল মণ্ডল ও বিজয় মণ্ডল অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে ত্রিমোহিনীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেকেন্দ্রার বেশীরভাগ ঘোষ পরিবার অন্যত্র চলে গেছে। সরলা বসন্তপুর গ্রামে সিপিএম সমর্থকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে কংগ্রেসীরা। গিরিয়া অঞ্চলের ভৈরবটোলা-লবনচোয়া গ্রামে ভোটার লিষ্ট হাতে তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে কোন কোন পরিবার কংগ্রেসকে ভোট দেয়নি তার হিসাব তৈরী শুরু করেছে। জঙ্গিপুর কলেজের এস.এফ.আই.-এর বর্তমান জি.এস. দেবাশিস দাসকে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন এলাকায় ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা এলোপাথারি মারধোর করে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর দেন সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

বিজয় মিছিল থেকে সিটু

১ম পাতার পর

সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন – 'হামলাকারীরা ঐদিন সিপিএম অফিসের দরজায়, আমার বাড়ীর দরজায় একাধিক লাথি মারে, আমার জামায়ের বাড়ীর দোতলায় ওঠার চেষ্টা করে, জানলা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে জানলার কাঁচ ভেঙে যায়। অশ্লীল ভাষায় চিৎকার চেঁচামেচি করে। মৃগাঙ্ক বলেন, মদের বোতল আর চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে জঙ্গিপুর শহরে ওয়ার্ডভিত্তিক মিছিল-উল্লাস এখন প্রতিদিনই চলছে। তিনি বলেন, সিটু অফিসে হামলার সময় আখরুজ্জামানকে দেখা যায়নি, তবে মহঃ সোহরাব সব কিছুই দূর থেকে দেখেন।' এ প্রসঙ্গে আখরুজ্জামান জানান, আমি ১৫ মে থেকে কলকাতায় আছি, কিছু জানি না। ঐদিন জঙ্গিপুরে তৃণমূলের এক পৃথক মিছিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আবির ছাড়া কোন বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। ছিল না বোমার আওয়াজ বা মদ্যপদের অসভ্যতা। তৃণমূল নেতা মহঃ ফুরকান আলি সিটু অফিসে হামলা ও গালাগালির তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'এটা কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার। এসব কালচারে আমরা নাই।' সিপিএম এর প্রতিবাদে ২৩ মে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে গণ অবস্থানের ডাক দেয়। অবস্থান তিন দিন চলবে।

উৎপল চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর উৎপল রায় (৬১) হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন জঙ্গিপুর হাসপাতালে। সেখান থেকে দুর্গাপুরে হার্ট রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে ১৮ মে মারা যান। উৎপল চলে গেলেন একমুখ হাসি নিয়ে ডাক্তার-সিস্টারের সাথে কথা বলতে বলতে। চাকরী থেকে মাস তিনেক আগে অবসর নেন। এক্সসাইজ সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। কর্মজীবনে বাড়তি পয়সার দিকে শেষ দিন পর্যন্ত তাকাননি। সদালাপী এক কথায় সৎ কর্মী ছিলেন উৎপল রায়।

কর্মী নিয়োগ নিয়ে বর্তমান ও পূর্বতন

১ম পাতার পর

পরিবর্তে তিনজন শিক্ষিকা নিয়োগের নিয়ম। সেক্ষেত্রে ঐ সব স্কুলে দু'জন রেখে হালের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে ২৫/৩০ জন পড়ুয়া থাকলেও সেখানে অনেক ক্ষেত্রে তিনজনকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে খবর। ঐসব নতুন শিক্ষিকাদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রেও নাকি অনেক বেনিয়ম চলছে।

ধুলিয়ান পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার মুখে

(১ম পাতার পর)

রায় প্রমুখ। এদের অনেকেই বর্তমান চেয়ারম্যান সুন্দর ঘোষকে প্রথম থেকেই পছন্দ করেন না। কংগ্রেসী ওয়ার্ডগুলোতে কোন উন্নয়নমূলক কাজ না হওয়ার অভিযোগ এনে ৩০ মে কংগ্রেসের মৌসুমী বেগমের নেতৃত্বে এবং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী ও বহরমপুরের চেয়ারম্যান নীলরতন আঢ্যর উপস্থিতিতে পুরসভায় ডেপুটেশন দেয়া হচ্ছে। সিপিএম পুরবোর্ড বাতিল করতে কংগ্রেসীরা ঐদিন অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে জানা যায়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।